॥ নবম অধ্যায় ॥

উপসংহার

স্বদেশী যুগের সাহিত্যে আদর্শ প্রেরণা ও জীবন বোধ

সাহিত্য ও আদর্শবোধ

যে কোন দেশেই বন্ধ্যা যুগ অতিক্রম করে সেই দেশে আসে নতুন জীবন বোধ এই জীবন বোধ স্বদেশ ও সমাজকে আলোড়িত করে। স্বাভাবিক ভাবে এর প্রভাব প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। জীবন বোধ বা আদর্শ প্রেরণাকে চিরস্থায়ী ধরে রাখার ক্ষেত্রই হচ্ছে সাহিত্য। বাংলায় উনিশ শতকের শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সাহিত্যের ক্ষেত্রগুলি অবলোকন করলে দেখতে পাওয়া যাবে এই জীবন বোধের স্বরূপ। আর এই জীবন বোধের বিকাশ লাভ ঘটেছিল পাশ্চাত্য শাসন ও সংস্কৃতির চেতনায়। এই চেতনায় বাংলার মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করতে শিখেছে। এই উপলব্ধি তাদের দিয়েছে আত্ম মর্য্যাদা বোধ। এই আত্ম মর্যাদা যেমন সাহিত্যিকদের নিজস্ব ভাষা ও ভাবনার মাধ্যমে নিজের কথা অন্যকে শোনাতে উৎসাহিত করেছে ঠিক সেইরূপ অন্যের কথা বা অনুভূতির প্রতি এই কথাকারদের জন্মেছে আত্ম প্রত্যয় ও প্রকাশ করার ভাবনা। সেই প্রেরণা স্বদেশ ও স্বরাজ প্রীতি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। ব্যক্তি চেতনা সম্প্রসারিত হয়ে সমাজ চেতনায় মিশে গেছে, সমাজ চেতনা মিশেছে দেশ চেতনায়।

দেশ তখন পরাধীন। শৃঙ্খলে আবদ্ধ জাতির মনে থাকে মুক্তির বাসনা। সাহিত্যিকের কলম ও দেশ দুটোই যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নিষ্পেষণে বন্দী থাকে তখনই ঘটে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষায় জীবন ও সাহিত্য এক সাথে মিশে যায়। জীবনই হয় সাহিত্য, সাহিত্যই হয় জীবন। এই অনুভবের কালছিল বঙ্গ-ভঙ্গের যুগে স্বদেশী সাহিত্যে।

রবীন্দ্র নাথ বলছেন, " যথার্থ সাহিত্যে যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল, তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য। পরস্পর পরস্পরকে পরিপুষ্ট

করিয়া তোলে যাহা অনুভব করিতেছি তাহা প্রকাশ করিতে পারিব , যাহা শিক্ষা করিতেছি তাহা রক্ষা করিতে পারিব , যাহা লাভ করিতেছি তাহা বিতরণ করিতে পারিব , এমন একটা ক্ষমতার অভ্যুদয় হইলে তাহা সমস্ত জাতির উল্লাসের কারণ হয় । " ১

স্বদেশী যুগে বিভিন্ন ধরণের মানুষ এই মহতী যজ্ঞে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । তাঁদের নিজস্ব রুচি অনুযায়ী তাঁরা কর্ম প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন । বহির্জগতে যখন কোন আন্দোলন ঘটে , তা মানুষের অন্তঃকরণকেও প্লাবিত করে । তাই এই যুগে নিজস্ব বুদ্ধি বিচার অনুযায়ী সকল মানুষ বিভিন্ন কর্মে নিজেদের নিয়োগ করেছিল । যারা একনিষ্ঠ আদর্শবাদী তাঁরা জীবন বোধ বলতে আদর্শই বুঝেছিলেন । সাহিত্যিকেরা চেয়েছিলেন সাহিত্যের অঙ্গনে আদর্শ স্থাপন করতে । কুপ্রীতা ভন্ডামীকে এর সাথে সাথে উন্মোচন করতে । আরেক দল সাহিত্য হতে প্রেরণা পেয়ে সাহিত্যের আদর্শেই জীবন গড়ে তুলেছিল । জীবনের সম্পর্ক যেন সাহিত্যের আদলে সম্পর্কিত হয়ে উঠেছিল ।

রবীন্দ্র নাথ মন্তব্য করছেন , " সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে মানব জীবন সম্পর্ক । মানুষের মানসিক জীবনটা কোন খানে ? যেখানে আমাদের বুদ্ধি এবং হৃদয় , বাসনা এবং অভিজ্ঞতা সবগুলি গলে গিয়ে মিশে একটি সম্পূর্ণ ঐক্য লাভ করেছে । যেখানে আমাদের বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং রুচি সম্মিলিত ভাবে কাজ করে । এক কথায় , যেখানে আদত মানুষটি আছে । সেইখানেই সাহিত্যের জন্ম লাভ হয় । " ২

বঙ্গ সাহিত্যে তথা রাজনৈতিক ইতিহাসের কালখন্ডে একটি মানুষ স্বকীয় ভাবনায় একটি আদর্শে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন । তাদের সাহিত্যে হয়তো সাহিত্য গুণ , ভাষা , ছন্দ , অলঙ্কার কাব্যের অভাব থাকতে পারে , কিন্তু যার অভাব ছিল না কোন দিন তা হলো ' আবেগ প্রবণতা ' (emotionality) আর এই আবেগ প্রবণতার কারণই ছিল আদর্শ বোধ । যে দেশ পরাধীন থাকে সেই দেশের এক সার্বজনীন আদর্শ বোধ থাকে তা হচ্ছে স্বাধীনতা । এই যুগ সন্ধিক্ষণে এই ' স্বাধীনতা ' তাঁদের

আদর্শমুখী জীবন বোধ রচনা করেছিল । কারণ ' স্বাধীনতা ' ছিল তাঁদের জীবন বেদ ।

১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারীতে কলকাতায় যুবরাজের সম্মানে এক ভোজ সভা হয় । সেই সভায় মহামতী গোখলে উপস্থিত ছিলেন । সেই সভাতে যুবরাজ গোখলেকে জিজ্ঞেস করেন , 'Would the peoples of India be happier if you ran country ?' "No, Sir", Mahatma Gandhi's guru replied, "I do not say they would be happier but they would have more sef - respect". ৩

' আত্মসম্মান ' তো স্বাধীনতা ছাড়া আসেনা । বিবেকহীন ভীরুরা স্বাধীনতার মূল্য বোঝে না । কিন্তু যারা স্বাধীনতার মর্ম বোঝে তারা তো জীবন দিতেই প্রস্তুত । স্বাধীনতার স্বর্ণ কমল আত্মত্যাগের রক্ত সরোবরেই প্রস্ফুটিত হয় ।

" স্বাধীনতা বিনিময়ে কি হবে সেই প্রাণ লয়ে
যে করে এমন প্রাণ
ধিক বলি তারে
যায় যাক প্রাণ থাক স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক চিরকাল দেশের গৌরব । "

ড. রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলছেন , ".....it should be remembered that sentiment always plays a large part in a revolutionary movement, as the anti-partition agitation undoubtedly was. All revolutions proceed from discontent and grievances, which may be real and reasonable or fanciful and imaginary, though more often than not the two elements are mixed in varying proportions. But the depth and sincerity of the discontent and sense of injury is the

real basis of all revolutions, and it is the only instrument which, under capable leaders ensures success in revolution/any struggle." ৪

এই অনুভূতি , এই মানসিকতা স্বদেশী সাহিত্যের এক উদ্দীপনকারী বিষয়বস্তু ছিল । আর এই বিষয়ে যুক্ত হয়েছিল আত্মোৎসর্গের ভাবনা ।

"True literature is a reflex of the mind. There is no doubt that the poems and songs with which Bengal was flooded after 1905 were inspired by the new spirit of sacrifice". ৫

এই ত্যাগের জীবন ব্রতের সাধক ছিলেন তাঁরা । সাহিত্য সাধক ও দেশ সাধকের মধ্যে প্রভেদ ছিল না । " রাজনীতিক বুঝিতে পারেন – দেশকে স্বাধীন না করিতে পারিলে দেশবাসীর কল্যাণ নেই , দেশ প্রেমিক প্রিয় স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইতে পারেন । কিন্তু সাহিত্যিক তাহারও বড় , কারণ সাহিত্যিক আনিয়া দেন দেশ ভক্তির দর্শন । দেশ প্রাণ সত্যানন্দ বলিতে পারেন , দেশের মুক্তির জন্য জীবন সর্বস্ব বলি দিব । কিন্তু দেশ ভক্তির স্রষ্টা যে সাহিত্যিক তিনিই বলিতে পারেন - জীবন দিলেই হইবে না আরও চাই-ভক্তি । " ৬

" জাতীয় সাহিত্য জাতির আত্মার বাণী । জাতীয় সাহিত্য জাতির জাগরণের , জাতির জীবনের পশ্চাতে পশ্চাতে চলে না – জাতিকে আগাইয়া লইয়া যায় । অথবা বলা চলে , জাতির জীবন লইয়া সাহিত্য চলে বটে , কিন্তু সেই জীবনটি যেমন করে হওয়া চাই – তাহারই আদর্শ অগ্রে অগ্রে পরিবেষণ করিতে করিতে সাহিত্য আগাইয়া যায় , সেই ঊর্ধ যাত্রার সংকেতে – শঙ্খ ধ্বনির পশ্চাতে পশ্চাতে উজান বাহিয়া আসে জাতীয় জীবনের ভাব গঙ্গা , জাতির মরা গাঙে বান ডাকে – মৃত

সগর বংশ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে । বাংলা সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনায় অন্ততঃ ঐ যুগে আমরা তাহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছি — কিসে আমার জীবন ধন্য হইবে ? " ৭

এই জীবন ধন্য তো মায়ের মুক্তি সাধনার তপস্যায় । এই তপস্যার নামই তো আন্দোলন । " দেশে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছে অথচ সাহিত্যে তাহার ছাপ নাই , ইহা বস্তুতঃই অস্বাভাবিক । হয় জাতীয় আন্দোলন মিথ্যা , নয়তো সাহিত্যিক উদাসীন । একটা জাতি রাজনৈতিক মুক্তি চাহিতেছে — চলিয়াছে সংগ্রাম — দুঃখ , কষ্ট , লাঞ্ছনা , মৃত্যু , তথাপি সংগ্রামের শেষ নাই । সাহিত্য সৃষ্টির এইরূপ শ্রেষ্ঠ উপাদান থাকা সত্ত্বেও যদি সাহিত্যিক সেই উপাদান যথাযথ ভাবে কাজে না লাগান , অথবা রাজ শক্তির শাসন দন্ডের ভয়ে তাহার সাহিত্যিক উদ্যম বাধা পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে জাতির রাজনৈতিক আশা আকাঙ্খার সঙ্গে সাহিত্যের যে যোগ বাঞ্ছনীয় সাহিত্যিক তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই । স্বদেশী যুগ প্রকৃত পক্ষে স্বদেশী শিল্পের যুগ , স্বদেশী সাহিত্যের যুগ — স্বদেশী সংগীতের যুগ — স্বদেশী দর্শনের যুগ । " ৮ এই যুগ দিয়েই শুরু হয়েছিল প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতার পথ পরিক্রমা ।

স্বদেশী সঙ্গীত ও জীবন বোধ

সঙ্গীত মানুষের আত্মার ধন । সুর মানুষের ইন্দ্রিয় গ্রাহী চেতনার স্রোত । সঙ্গীতের কথা , লয় , সুর , ছন্দ মানুষের জীবনকে গেঁথে দেয় একই সূত্রে । স্বদেশী যুগে দেশকে মাতোয়ারা করেছিল এই স্বদেশী গীতি । " ১৯০৫ সালেই স্বদেশী সংগীতের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায় । এই গান গুলি কেবল জনপ্রিয় নয় দেশ প্রেমের সাময়িক আবেদন নিবেদনের গন্ডি ছাড়িয়ে গানগুলির কাব্য মূল্য সর্ব দেশের এবং সর্বকালের । " ৯

১৯০৫ এর ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হলো। সারাদেশ শোকে স্তব্ধ। দেশজুড়ে অরন্ধন। প্রাতঃকালে স্নান করেই শুরু হলো ' রাখি বন্ধন '। রাখী বন্ধন হয় শ্রাবণী পূর্ণিমায়। কিন্তু জাতি যখন বিপদগ্রস্ত তখন যে কোন দিনই ঐক্যের উৎসব রাখী বন্ধন পালন করা যায়। এই ভাবনায় রবীন্দ্র নাথ রাখী বন্ধনের সূচনা করলেন। ভোরে গঙ্গার ঘাটে স্নান করে সকলেই রঙিন সুতোর রাখি দিয়ে পরস্পরকে বেধে দিতে লাগল। ' রাখি - সংকলিত ' এক পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। যামিনী প্রকাশ গাঙ্গুলীর নামে প্রণীত লেখা, দাম দেড় আনা। প্রচ্ছদের ভিতরে দুটি গান বাংলার মাটি বাংলার জল, আরেকটি ' বান ' ' এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে। '

১৬ অক্টোবর, বাংলায় ৩০শে আশ্বিন। অবনীন্দ্র নাথ তাঁর স্মৃতি চারণে লিখছেন, " রওনা হলুম সবাই গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে। রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে – মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁখ বাজাচ্ছে, মহাধুমধাম – যেন এক শোভাযাত্রা। ..... গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল —

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুন্য হউক পুন্য হউক পুন্য হউক হে ভগবান।

এই আন্দোলনে, মিছিলে গীত হতে লাগলো স্বদেশী গানগুলো। ১৯০৫ এর অক্টোবরে জারি হলো কার্লাইল সার্কুলার। ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগ নিষিদ্ধ হলো। ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনিও নিষিদ্ধ হলো।

১৯০৬ এ বরিশালে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। সেই অধিবেশনের স্টেজে মনোরঞ্জন গুহ তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহকে উপস্থিত করলেন। কপালে তার ব্যান্ডেজ বাঁধা। মনোরঞ্জন গুহ বললেন কি ভাবে পুলিশ তাঁর পুত্রকে ' বন্দেমাতরম ' ধ্বনি দেওয়ার জন্য মেগুলেশন লাঠি দিয়ে প্রহার করেছে।

"The assult was continued not with standing the helpless condition of the boys, who offered no resistance of any kind, but shouted Bandemataram with every stroke of lathi". ১০

পরে চিত্তরঞ্জনের শিল্পীর কল্পনায় এই চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল । ১৯০৬ এর কলকাতা প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল । এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেছিলেন লর্ড মিন্টো ।

কালিপ্রসন্নের লেখনীতে হতে নির্গত হলো ' বেত মেরে কি মা ভুলাবি আমরা কি মার সেই ছেলে ' । বাঙলার আকাশ বাতাসে এরই সুর । কত না অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এই গান । ১৯০৭ এর ২৬শে আগষ্ট । বিপিন চন্দ্র পালের বিচার চলছে । আদালতে প্রচন্ড ভীড় । ভীড় সামলাতে প্রেতার্স সার্জেন্ট হুয়ে অকারণ লাঠি চার্জ করছেন । সহ্য করতে না পেরে বিপ্লবী সুশীল সেন হুয়েকে তারই বেটন দিয়ে আঘাত করল । বিচার চলছিল কিংসফোর্ডের আদালতে । ২৭শে আগষ্ট পনের ঘা বেত মারা হলো সুশীল সেনকে । "Each stroke of the whip was resounded with a cry of Bandemataram". । সমগ্র বাঙলা যেন গর্জে উঠল এই ঘটনায় । ২৮শে আগষ্ট বিরাট প্রতিবাদ সভা হলো কলেজ স্কোয়ারে । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথ সম্মান দেখালেন সুশীলের প্রতি স্বর্ণ পদক দিয়ে । সভা শেষে বিরাট মিছিল । সকলের কণ্ঠে কালিপ্রসন্ন কাব্য বিশারদের গান –

যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম বলে ।
বেত মেরে কি মা ভোলাবি ,
আমরা কি মার সেই ছেলে ? ১১

সুরু হলো ইংরাজের অত্যাচার । নির্যাতন । হাসিমুখে স্বদেশী যুবকেরা গাইত " বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান " অথবা " ওদের বাধন যতই শক্ত হবে " , কিম্বা " এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে জয় মা বলে ভাসা তরী " ।

নলিনী কিশোর গুহ লিখছেন , " বঙ্গভঙ্গ রদ করিতে যখন বিদেশী বর্জনের দারুণ প্রতিজ্ঞা লইয়া পল্লীতে পল্লীতে , নগরে নগরে বাঙলার ছাত্রগণ জোর পিকেটিং চালাইতেছিল , আর প্রৌঢ়গণ বক্তৃতা দ্বারা তাহাতে ইন্ধন যোগাইতেছিলেন , তখনও কিন্তু বাহির-নিরপেক্ষ হইয়া বাঙালী দেশাত্মবোধকে একান্তভাবে আশ্রয় করে নাই – তখনও লর্ড কার্জনের হঠকারিতাই ছিল তাহাদের দেশ সেবার প্রধান উপকরণ । তখন বাঙালী উন্মাদ কণ্ঠে গাহিত —

' সাত কোটি লোকের করুণ ক্রন্দন ,
শুনে না শুনিল কুর্জন দুর্জন
তাই , নিতে প্রতিশোধ মনের মতন
করিলাম রাখি বন্ধন । '

তারপর গাহিল —

' নগরে নগরে জ্বালরে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ ,
বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচায়ে তাই । '

শুধু বিদেশী বানিজ্যে পদাঘাত করিলেই যে মায়ের দুর্দশা ঘোচে না – একথা বাঙালীর কাছে তখনও সত্য হইয়া উঠে নাই । কিন্তু দিন দুই যাইতে না যাইতেই বাঙলার প্রাণে স্বদেশীর যে শুদ্ধ ধারা বহিতেছিল , কবি ও সাহিত্যিকদের কণ্ঠে তাহা মূর্ত হইয়া উঠিল । .... দেশাত্মবোধের নূতন ধারায় অবগাহন করিয়া গাহিলেন —

' ওগো মা , তোমায় দেখে দেখে
আঁখি না ফিরে
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে
সোনার মন্দিরে । ' ১২

স্বদেশী যুগে রজনীকান্তের ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ' গান-ভাবনা ও জীবনে মোটা কাপড়ের আদর্শ স্বদেশী যুবকদের পেয়ে বসেছিল । তাদের পরণের পোষাক দেখেই বোঝা যেত স্বদেশী বা বিপ্লবী । এ গান ছিল তাদের হৃদয়ের গান । ' সাহিত্য ' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশ চন্দ্র সমাজপতি বলছেন , " কান্ত কবির ' মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় ' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সংগীতের সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে । বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে । ইহা সফল গান । যে সকল ক্ষুদ্র প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতে সূর্যের মৃদু কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায় , ইহা সে শ্রেনীর অন্তর্গত নহে । যে গান দৈববানীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যৎ বানীর মতো সফল হয় , ইহা সেই শ্রেনীর গান । " ১৩

স্বদেশী যুগে সংগীতের প্রভাতী জাগরণের কথা স্মরণ করতে গিয়ে নলিনী কিশোর গুহ বলছেন , " গানের অভাব কবি ও গায়কগণ পূরণ করিতে লাগিলেন । ভাব সম্পদে তাহা অতুলনীয় । রবীন্দ্র নাথের তো কথাই নাই , এছাড়া কামিনী ভট্টাচার্যের ' জাগো ওগো কাঙালিনী জননী ' , ' অবনত ভারত চাহে তোমারে ' , ' এসো সুদর্শনধারী মুরারী ' .... রজনী কান্তের ' সেথা আমি কি গাহিব গান ' , কাব্য বিশারদের ' স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেনু বলি – রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান ' সত্যেন দত্তের ' কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল ? ' একজন অজ্ঞাত নামা কবির ' ভুলো না ভুলো না এদেশের কথা ' , অপর এক অজ্ঞাত কবির ' মেরে সোনেকা হিন্দুস্থান ' আচার্য্য মনোমোহনের ' চলরে চলরে চলরে ও ভাই , জীবন আহবে চল ' , কবি অতুল প্রসাদের ' বল বল বল সবে শত বীনা বেনু রবে ' .... সুন্দরী মোহনের ' চাই না ভব শিক্ষা , আমরা পেয়েছি নব দীক্ষা ' , দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের ' বঙ্গ আমার জননী আমার ' প্রভৃতি "। ১৪

স্বদেশী আন্দোলনের পথ ধরেই এল বিপ্লববাদ । মৃত্যুপাগল দামাল ছেলের দল স্বদেশী গানেই জীবনাদর্শ ও চলার পথ খুঁজে পেয়েছিল । এক বিপ্লবী স্মৃতিচারণ

করছেন , " ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে । কিন্তু অজ্ঞাত কবির দল — জনগণের চিত্তলোকে ক্ষুদিরামকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায় ।

' এবার বিদায় দে মা - ঘুরে আসি —

এই গানটির প্রচলন ছিল খুব । .... ক্ষুদিরাম সম্পর্কে আগরতলার সভাকবি মদন মোহন মিত্রের গানটি উল্লেখযোগ্য । পুলিশ তখন স্বদেশী গানেও বাধা দিতেছে । সভা সমিতি যেমন নিষিদ্ধ — দশজনকে শুনাইয়া স্বদেশী সঙ্গীত করাও তেমনি অসাধ্য , কিন্তু পল্লীর দুইটি কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ছেলে স্বদেশী গান করিয়াই ভিক্ষা করিত । পুলিশ তাহাদেরও ধমক ধামক দিয়াছে । পুলিশের সাড়া পাইলে ওরা তখন খঞ্জনী বাজাইয়া আবার নিমাই সন্ন্যাসে সুর তুলিয়াছে —

' আমার নিমাই সন্ন্যাসে গেল ভারতীর সনে । '

এ ছাড়া ব্যাধি গ্রস্ত বলিয়াই পুলিশ বেশী কিছু বলিত না । মদন বাবুর রচিত গান গুলি ওরা গাহিয়াছে । তাঁহার রচিত ক্ষুদিরামের গান যে টুকু মনে আছে লিপিবদ্ধ করিতেছি —

' ও ভাই ক্ষুদিরাম , সকলকে ছেড়ে গেলিরে ,
ও ভাই ক্ষুদিরাম ।
গেলিরে স্বর্গপুরে না জানি কত দূরে
ভবসিন্ধুর ওই পারে করিলি বিশ্রাম ।
• • • •
ক্ষুদি তুই প্রাণ দেলি , যে পথ দেখায়ে গেলি
সে পথ বিনে বাঙালী পাবে না আরাম । ' ১০

ক্ষুদিরাম , প্রফুল্ল চাকী চলে গেলেন । চলে গেলেন কানাই লাল । ১৯০৮ এর ১৯ই নভেম্বর । কানাই লালের ফাঁসী হলো । " ফাঁসীর দড়ি যে গলায়

পরাইয়া দেয় , সেই সাহেব বলিল , এমন লোক দেখি নাই , কানাইয়ের মৃত দেহ লইয়া লোডা যাত্রা হইল । কানাইয়ের ভস্ম পবিত্র বলিয়া অনেকে গৃহে স্থান দিল । সেই মৃত্যু বাসরে বাঙালী কলিকাতার রাস্তায় কাব্য বিশারদের গানের পদ পরিবর্তন করিয়া গাহিল –

' আমায় ফাঁসী দিয়ে কি মা ভুলাবি
আমি যার সেই ছেলে ? '

এ সমস্ত মরণের কথায় এমন একটা উম্মাদনা তখন সৃষ্টি করিল যে , অনেক যুবক জীবনকে তেমন মরণের জন্যই তৈয়ারী করিতে পারিলে কৃতার্থ হয় । " ১৬

বিপ্লবীরা যেন মহামন্ত্রের গান রচনা করেছিল । " কিন্তু যাহাদের বিপ্লবে পাইয়া বসিয়াছিল ' দেবী আমার , সাধনা আমার , স্বর্গ আমার আমার দেশ ' ইহাই ... মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন । " ১৭

নলিনী কিশোর গুহ তখন ঢাকা জেলে । বিপ্লবীদের দ্বারা ৪০টি সেল পূর্ণ হয়ে গেল । এই জেলে ছিল একটি বালক , ১৪।১৫ বছর বয়স । নাম অবনী গাঙ্গুলী । সে ছিল আদাবাড়ী অস্ত্র আইন মামলায় দণ্ডিত । তবুও তার হাসি মুখ।" এ বয়সে ২।৪ বৎসরের কঠোর কারাবাস , আরো ৫।৭ বৎসর মাথার উপর ঝুলিতেছে , কিন্তু তবু গমগিয়ে , ... গান গায় , কোন স্পেশাল ডায়েট নহে , একেবারে খাসা জেল ডায়েট রোজ খায় , বাড়ী হইতে কোনো তদ্বির তল্লাস নেই , কিন্তু তবু মুখের হাসি বুকের আনন্দ কমে নাই । .... অবনী আমাকে মুকুন্দ দাসের গানটি গাহিতে বলিত এবং শিখিত :

" ভয় কি মরণে – রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে । " ১৮

উল্লাসকর দত্তর জেল হলো আলিপুরের মামলায়। যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তরুণ উল্লাসকর এজলাসেই গান ধরলেন —

' সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে। '

সমস্ত এজলাস স্তব্ধ। "even the judges and prosecution lawyers paid their respects to the young hero by pausing at the threshold of the court room to let him complete his song". ১২

দ্বীপান্তর হয়েছিল হেমচন্দ্র কানুনগোর। জীবনের মূল্য স্বাধীনতা, স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই জানে না। দেশকে স্বাধীন করার ব্রতে বিঘ্ন ঘটল। দেবীর পূজা সাঙ্গ হলো না।

' না হতে মা বোধন তোমার ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট,
জাগো রণচন্ডী জাগো মা আবার, আবার পূজিব চরণ তট। '

হেমচন্দ্র নির্ভীক ভাবে চললেন দ্বীপান্তরের পথে। মুখে গান. —

" বিদায় লয়ে এবে যেতেছি চলিয়া ভাই
কর্ম ক্ষেত্রে শিশু মোরা, ক্ষম যত দোষ তাই।
কত যে রহিল আশা
না পূরিল কর্ম তৃষা,
হৃদয় লুকায়ে জ্বালা কারাবাসে চলে যাই।

ভারতের ছবি আঁকি
হৃদয়ে মাঝারে রাখি
কারাগারে দ্বীপান্তরে পূজিব যেথায় যাই ।
ভারত উদ্ধার ব্রতে ,
না তুলিব দীক্ষা দিতে
বনের বিহগে ধরি যদি না মানুষ পাই ।
বিধি যদি আসে নিজে
বাধা দিতে হেন কাজে ,
নির্ভয়ে বলিব তারে হেন বিধি নাহি চাই ।
ভারতের নাম করি ,
যাচি দুটি কর ধরি ,
প্রাণ পণে সাধ সবে যাহা মোরা পারি নাই ।
স্বাধীনতা তৃষানল
জ্বলেছে এবে কেবল
প্রজ্বলিত কর তারে স্বার্থাহুতি দিয়ে তায় ।
এ অনল নিভাইতে ,
পারে শুধু এ জগতে
মৃত্যু কিম্বা স্বাধীনতা , হেন অন্য কিছু নাই ।"

হেমচন্দ্র গান গাইতে গাইতে চলেছিলেন আন্দামানের পথে ।
"Hemchandra ..... was singing this song as the prison van carried him with his fellow prisoners down to the riverside where the ship for Andaman awaited them". ২০

চারণ কবি মুকুন্দ দাস গান গাইতেন তাঁর যাত্রার আসরে । মনোমোহন বসুর ' ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বর্ম নারী ' বা ' দশ হাজার প্রাণ যদি আমি

পেতাম ' কিংবা ' সাবধান সাবধান আসিছে নামিয়া ', মুকুন্দ দাসের গলায় অগ্নিবর্ষী প্লাবনের মতো জনতাকে উদ্দীপ্ত করতো। মুকুন্দ দাসের গান শুনে কত নারী যাত্রার আসরে ' কাচের চুড়ি ভেঙে ' দেশভক্তির নিদর্শন রেখেছিল। মুহূর্তের মধ্যে মুকুন্দ দাসের গানগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে। মুকুন্দ দাসের গান "had a tremendous impact even on the hitherto apathetic Muslim masses, and it became a common sight to see the rustic Mohomedans pass the streets of the town with one of Mukunda Babu's song upon their lips". ২১

স্বদেশী যুগের অন্তর ও বাহির একই উদ্দীপনায় মথিত হয়েছিল। ফলে অন্তর প্লাবী এক অপূর্ব কবিত্ব যেন তৎক্ষণাৎ সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণায় আলোকিত করত।

রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র নাথের ' অয়ি ভুবন মন মোহিণী ' গানটি রচনার প্রেক্ষাপট রবীন্দ্র নাথের বক্তব্য অনুযায়ী তুলে ধরেছেন,

" একদিন আমার পরলোক গত বন্ধু হেমচন্দ্র মল্লিক বিপিন পাল মহাশয়কে সঙ্গে করে একটি অনুরোধ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁদের কথা ছিল এই যে, বিশেষ ভাবে দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবী রূপ মিলিয়ে দিয়ে তাঁরা শারদীয়া পূজার অনুষ্ঠানকে নূতন ভাবে দেশে প্রবর্তিত করতে চান, তার উপযুক্ত ভক্তি ও উদ্দীপনা মিশ্রিত সুরের গান রচনা করবার জন্যে আমার প্রতি তাঁদের ছিল বিশেষ অনুরোধ। আমি অস্বীকার করে বলেছিলুম এ ভক্তি আমার আন্তরিক হতে পারে না, সুতরাং এতে আমার অপরাধের কারণ ঘটবে। বিষয়টা যদি কেবলমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রের অধিকার গত হতো তাহলে আমার ধর্ম বিশ্বাস যাই হোক আমার পক্ষে তাতে সঙ্কোচের কারণ থাকত না, কিন্তু ভক্তির ক্ষেত্রে, পূজার ক্ষেত্রে, অনধিকার প্রবেশ গর্হিত। .... আমি রচনা করেছিলাম ' ভুবনমন মোহিণী '। ২২

ভাবের আবেশে তৎক্ষণাৎ গান রচনা করার মতো পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল স্বদেশী যুগে। দ্বিজেন্দ্র লালের জীবনের ক্ষেত্রেও এই উদাহরণ দেখি। " সেদিন ১৬ই

অক্টোবর , ৩০শে আশ্বিন , বাঙালীর সেই চির স্মরণীয় অরন্ধন ও রাখী বন্ধনের পুন্যাহ । সকাল বেলায় সাড়ে নটা কি দশটা বাজিয়াছে , এমন সময় কুন্তলীনের হেমমোহন বাবু (এইচ পাল) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্র লালের কাছে আসিয়া তাহাকে বলিলেন ' আজ সকালে গোল দীঘিতে একটা প্রকান্ড সভা হবে । সেখানকার জন্য একটা গান লিখে দিন । এখনি চাই । ছাপাতে হবে । ' বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্র লাল তদ্দন্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া অনধিক দশ পনের মিনিটের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য রকমের উৎকৃষ্ট অগ্নিগর্ভ গান ঠিক যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া ফেলিলেন । " ২৩

এই হৃদয় আবেগ রজনীকান্তেরও ছিল । স্বদেশানুরাগে তাঁর হৃদয় ছিল উদ্দীপ্ত । একবারের ঘটনা , রাজশাহী লাইব্রেরীতে একটি সভা হবে । তার প্রায় এক ঘন্টা পূর্বে কি ভাবে শান্ত কবি রজনীকান্ত গান রচনা করেছিলেন তার বিবরণ জলধর সেন তাঁর স্মৃতি চারণে দিয়েছেন ।

" অক্ষয় বলিল , ' রজনী ভায়া , খালি হাতে সভায় যাইবে । একটা গান বাঁধিয়া লও না । ' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত আমি তাহা জানিতাম না । আমিজানিতাম সে গান গাহিতে পারে । আমি বলিলাম , ' এক ঘন্টা পরে সভা হইবে , এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে । অক্ষয় বলিল ' রজনী একটু বলিলেই গান বাঁধিতে পারে । ' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত । সে তখন এক - খানি চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল । তাহার পরেই একখানি গান লিখিয়া ফেলিল । আমি তো অবাক । গানটি চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি অতি সুন্দর রচনা । গানটি এখন সর্বজন পরিচিত – ' তব চরণ নিম্নে উৎসব ময়ী শ্যাম ধরণী সরসা '। " ২৪

কবিরা যেমন আদর্শ নিষ্ঠ ও দেশভক্তির পুন্য প্রবাহে ভাবান্বিত হয়ে ফল্গুধারার মতো লেখনীর মধ্যে দিয়ে জাতীয় ও স্বদেশী গান রচনা করেছিলেন । স্বদেশী ও বিপ্লবী যুবকের দল তাকে আদর্শ করে প্রেরণা গ্রহণ করত এই সঙ্গীত ভাবনা হতে ।

এদিকে বাঙালীর বিলাতী বর্জনের উগ্র চেষ্টা , অপর দিকে লাট ফুলার প্রভৃতির লাঠির আগায় বিলাতী প্রচলনের প্রয়াস — এক দল লোক ' স্বদেশী' অর্থ নূতন করিয়াই বুঝিতে চাহিল । স্বদেশী অপেক্ষা ' স্বদেশী' লাঠিতে আস্থা যেন তাহাদের কিছু বেশী । ' জুড়ে দে ঘরেতে তাঁত , সাজা দোকান , বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান ' প্রভৃতি স্বদেশ সেবা ও সংগঠন মূলক গান ও উক্তি বাঙালীর প্রাণে তখন আর ভাবের সাড়া তুলিতে পারিল না । কিন্তু ' আয় আজি আয় মরিবি কে ' — আহ্বানে বাঙালীর প্রাণে উম্মাদনা জাগাইল । মরণের কথায় কি রস আছে কে জানে , কিন্তু সেই মরণের ধ্বংসের রুদ্রতালে তরুণ বাঙালীর হৃদয় যন্ত্র নূতন ছন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল । " ২৫

এই মরণ পাগল যুবকের দল দেশ মাতৃকাকে স্বাধীন করতে চেয়েছিল । [illegible] তাদের জীবন রচনা করেছিল । রবীন্দ্র নাথের কবিতায় তারা খুঁজে পেয়েছিল তাদের পথ । বোধহয় রবীন্দ্র নাথ চেয়েছিলেন বিপ্লবীদের পথের এক টি চিত্র আঁকতে —

ঘরের মঙ্গল শঙ্খ , নহে তোর তরে
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক ,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু চোখ ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ ,
শ্রাবণ রাত্রির বজ্রনাদ ।
পথে পথে কন্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্ত সর্প গূঢ় ফনা ।
নিন্দা দিবে জয় শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ । (বলাকা)

বিপ্লবী চিন্মোহন সেহানবীশ বলছেন , বিপ্লবীরা রবীন্দ্র নাথের কাছ থেকে জপমন্ত্র পেয়েছিল ' ঘরের মঙ্গল শঙ্খ তোর তরে নহে ' ..... ।

বিপ্লবীদের পথে পথে ছিল ব্যর্থতা , দ্ঃখের পরিবেশ । মৃত্যুর হাতছানি । " ১৯১০ সালের পর বিপ্লববাদীর পথ বদলে গেল । যশ , প্রতিপত্তি কোন সুধা বা সুবিধা থাকল না । থাকল শুধু নির্যাতন , দুঃখ নিন্দা , দারিদ্র । রাজশক্তি পিষে মারতে চেষ্টা করে , আবার নিজের দেশবাসী বলে খুনে ডাকাত । ..... চারিদিকে রুদ্ধদ্বার । তখন বিপ্লবীরা রবীন্দ্র নাথকে স্মরণ করত :

"যদি কেউ আলো না ধরে
ঝড় বাদলে আঁধার রাতে
দুয়ার দেয় ঘরে ,
তবে বজ্রানলে , আপন বুকের পাঁজর
জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চল রে । " ২৬

অনেকে দল ছেড়ে চলে গেল । তবুও বিপ্লবী দল গাইত –

' যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা । '

" এমনি করিয়াই বিপ্লববাদীরা বল পাইয়াছে ভরসা পাইয়াছে । বাহির হইতে কোন বল কেহ দেয় নাই , তাই এমন করিয়াই কাব্য গাথা , সাহিত্য ধর্ম হইতে তাহারা নিজেদের সান্তনা , সহায় শক্তি সংগ্রহ করিয়াছে । " ২৭

রবীন্দ্র নাথের একটি গান আছে — ' লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া ' । কবি কি উদ্দেশ্যে গানটি লিখিয়াছিলেন কবিই বলিতে পারিতেন , কিন্তু বিপ্লববাদীরা সেই গানের মধ্য দিয়া তাহাদের কথাই শুনিল । কোন কোন বিপ্লব বাদীর মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়াছি যে রবীন্দ্র নাথ গানটি লিখিয়াছিলেন নবীন বাঙ্গার

এই নূতন বিপ্লব পথের যাত্রাকে লক্ষ্য করিয়া। এমনটি দেশে আর হয় নাই, একেবারেই নূতন, তাই কবি লিখিয়াছেন —

' দেখি নাই, কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া।' ২৮

এই ' তরণী বাওয়া ' তে বহু যুবক চিত্তের মনে আন্দোলন আসে। তারাও চেয়েছেন গতিহীনতার কূল ছেড়ে দিয়ে সেই দুর্দম অভিযানে যোগ দিতে। তাদের জীবনের হিসেব মিলুক বা নাই মিলুক তা এই নব অভিযানে সাড়া দিতে চেয়েছে —

' কোন সাগরের পার হতে আনে
কোন সুদূরের ধন।
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায়
সব চাওয়া পাওয়া।'

বিপ্লববাদের পথে রাজশক্তির গর্জন আছে, আছে নিপীড়ন। বিপদের মেঘ সঞ্চিত হয়, তাদের মাথার উপর তবুও তারা ছিন্ন মেঘের মধ্যে হতে সূর্য কিরণের প্রতীক্ষায় থেকেছে —

' দিগনে ঝরিছে ঝর ঝর জল
গুরু গুরু দেয়া ডাকে
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ
ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।'

গৃহত্যাগী বিপ্লবীর দলকে ভাগ্য বিধাতা কোন পথে দিশা দেবে —

' ওগো কাণ্ডারী , কে গো তুমি , কার
হাসি কান্নার ধন
ভেবে মোর মন
কোন সুরে আজ বাঁধিবে যন্ত্র
কি মন্ত্র হবে গাওয়া । '

নলিনী কিশোর গুহ বিপ্লবীদের সঙ্গে এই স্বদেশী গান ও কাব্যের যোগ সম্পর্কে বলছেন , " দেশের কাব্য,সাহিত্য , সকলই তাহারা তাহাদের বিপ্লবের দিক হইতে বুঝিতে চাহিত । রবীন্দ্র নাথ তাঁহার গানের বিকৃত অর্থ দেখিয়া হয়তো হাসিতেন , কিন্তু বিপ্লববাদীরা তাহাদের প্রয়োজনে এমন করিয়াই অনেক জিনিস বুঝিয়াছে । " ২৯

নলিনী কিশোর গুহ যখন ' বাঙ্গায় বিপ্লববাদে 'র প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্র নাথের গানের ব্যাখ্যা করেছিলেন তা বিশ্ব কবি নিজে দেখেছিলেন । নলিনী কিশোর গুহ সেই প্রসঙ্গ তুলে কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কবি হেসে বলেন ' তোমার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি ' । ' ব্যাখ্যা ঠিক ইহাও বলেন নাই ব্যাখ্যা ভুল ইহাও বলেন নাই । " ৩০

রবীন্দ্র নাথের ' মরা গাঙে বান এসেছে ' এই গান শুনে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর মতো মানুষও বলেছেন ' এবার মরা গাঙে বান এসেছে গানটি শুনিয়া তরী ভাসাইব কি , গঙ্গা গর্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনেকের প্রবৃত্তি হইয়াছে । " ৩১

এই স্বদেশী গান জীবনের একান্ত ভাবে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল । পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে সঙ্গীত রচিত হয়েছে । কিন্তু সঙ্গীত ও জীবন বোধ এমন ভাবে আর কোথাও যুক্ত হয় নি । গানগুলো যাঁরা গাইতেন তাঁরা অনুভব করতেন কবিরা যেন আমাদের জীবনের জন্য এই গান রচনা করেছেন । সকল কর্মের ও পেশার লোকেরা এই গানে নিজেদের অভিব্যক্তি খুঁজে পেতেন । এবং অভিব্যক্তিই তাঁদের জীবন বিসর্জনে বিন্দু মাত্র বিচলিত করতো না ।

" আর সত্যই কি এই আত্ম বিসর্জন একেবারেই অকারণ ? নিরর্থক ? বীরের এই রক্ত স্রোত শুধু ধূলায় হারাবার জন্য তো নয় । শত শত শহীদের আত্মাহুতির কথা গুঞ্জরিত হয়েছে দেশবাসীর স্মৃতিতে । ক্ষুদিরামের ফাঁসীর বেদনা বিদ্ধ কাহিনী নিঃসঙ্গ বাউলের কণ্ঠে গান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে পথে প্রান্তরে । সাধারণ মানুষের অক্ষম রোষতপ্ত অশ্রুজল ঝরেছে বহুকাল । সত্যেন আর কানাই যে ফাঁসীর দড়িটাকে বরমাল্যের মতোই গলায় পরেছিলেন – সে কথা কেই বা ভুলতে পেরেছে ? তাঁদের আত্মোৎসর্গ দেশবাসীর শত শতাব্দীর তন্দ্রা ভেঙে গেছে । শক্তিমান আশায় বুক বেঁধেছে , বীরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার দুঃসাহস যাদের ছিল না , সেই সব দুর্বল মানুষকেও হতাশায় ভেঙে পড়তে দেয়নি অখ্যাত অবজ্ঞাত চাষী মজুর , কেরানি , শিক্ষক , ছাত্র আর উকিলের দুঃখ বরণের অবিশ্বাস্য কাহিনী । মৃত্যু ভয় আর তাদের কাউকে কাতর করতে পারেনি , কেন না ইতিমধ্যে , ১৯০৫ - ১০ এই বছরগুলিতে , অমৃত - পথ - যাত্রীদের কাছ থেকে জীবন মৃত্যুর গোপন রহস্যটা তারা শিখে নিয়েছিল । " ৩২

তাই কবি ইয়েটস বোধহয় এই বিপ্লবীদেরই দেশের প্রতি অপূর্ব প্রেম ও গানের সাথে প্রেমের আতিশয্যের প্রকাশ দেখে বলেছিলেন –

"And what if excess of love
Bewildered them till they died".

স্বদেশী যুগের শিল্প

স্বদেশী যুগের প্রথম সংকল্পই ছিল নিজের দেশের শিল্প কলকারখানার উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করা। স্বদেশী শিল্প গড়ে তুলতে গেলে চাই একদিকে গঠন মূলক মনোভাব অন্যদিকে বিদেশী দ্রব্যের পথ বন্ধ করা। বিদেশী দ্রব্যের পথ বন্ধ করার জন্য শুরু হয়েছিল বয়কট আন্দোলন। ১৯০৫ এর ১৩ই জুলাই 'সঞ্জীবনী' প্রস্তাব করেছিল "....in view of the attitude of the government, people should boycott all British goods, observe mournig, and shun all contacts with the officials and official bodies". ৩৩

দেশের শিল্প কি ভাবে ধ্বংস হচ্ছে কি ভাবে দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাচ্ছে তার চিত্র ও কবির দল আগেই অঙ্কিত করেছিলেন —

(ভাই সব) দেখ বাজার ছেয়ে
আসতেছে মাল বিদেশ হতে,
আমাদের বেচা কেনা পাওনা দেনা
অভাব মোচন পরের হাতে
আমাদের পিতল কাঁসা ছিল খাসা
কাজ চালাতাম কলার পাতে
এখন এনামেলে মাথা খেলে
কলাই করার ব্যবসাতে। (কালীপ্রসন্ন)

কিম্বা মনোমোহন বসুর আঁকা চিত্র —

তাঁতি কর্মকার করে হাহাকার
সূতা যাঁতা ঠেলে জন মেলা ভার
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর
হ'ল দেশের কি দুর্দিন ।

• • • • •

ছুঁচ সূতা পর্যন্ত আসে তুর্ক হতে
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিয়ে খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন । '

তাই বয়কটের সাথে বাংলা যেন সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিল —

' এই ভিক্ষা চাই সদনে তোমার
স্বদেশের বস্ত্র কর ব্যবহার
বিদেশীর কিছু করো না গ্রহণ
যদি তুল্য তার দেশে পাওয়া যায় । ' (শশীপ্রসন্ন)

এই বয়কটের সাথে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের ফল হলো তীব্র ।

"The Swadeshi movement did not come into birth with the agitation for the reversal of the partition of Bengal. It was synchronous with the national awakening which the political movement in Bengal has created. The human mind is not divided into watertight compartments, but is a living organism, and when a new impulse is felt in one particular direction, it affects the whole organism and manifest through out the entire sphere of human activities." ৩৪

বয়কটের ভাবনায় উদ্দীপ্ত যুবকের দল নগ্ন পায়ে শোভা যাত্রা করল। ছাত্রেরা পিকেটিং শুরু করল বিদেশী দ্রব্যের দোকানে। পুলিশের চলল লাঠিচার্জ। বাঙ্গার জনস্রোত এই অত্যাচারে স্তব্ধ হলো না। 'A new spirit was manifested all over the country. It was marked by a high degree of patriotic fervour and religious devotion to motherland..... the spirit of boycott moved the people, both high and law". ৩৫

সর্বত্র দেখা দিল বিদেশী দ্রব্যের প্রতি বিতৃষ্ণা। মৈমনসিংহের মুচিরা সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিল ব্রিটেনের জুতা স্পর্শ করবে না। বরিশালে ওড়িয়া ঠাকুরেরা বা পাচকের দল শপথ গ্রহণ করল বিদেশী দ্রব্য তাদের প্রভুদের দেবে না, রান্না করবে না বিদেশী নুন দিয়ে। কালিঘাটের ধোপারা একযোগে সভা করে প্রস্তাব গ্রহণ করল তারা বিদেশী বস্ত্র ধোবে না। ফরিদপুরেও একই ঘটনা ঘটল।

সুরেন্দ্র নাথ তাঁর স্মৃতি চারণ করে বলছেন, " তাদের উৎসাহ উদ্দীপনা এতটা বর্ধিত হয়েছিল যে ইতিপূর্বে আমি আর কখনও সেরকম দেখিনি। .... তখন কোন স্কুলে বা কলেজের ছাত্রের পক্ষে ক্লাশে বা কোন বক্তৃতা কক্ষে বিদেশী তৈরী কাপড় পরে যাওয়া ছিল বিপজ্জনক। বিদেশী কাগজে তৈরী কোন খাতা পরীক্ষা গ্রহনের জন্য বিতরণ করা হলে ছাত্ররা তা গ্রহণ করত না। আমার মনে আছে রিপন কলেজিয়েট স্কুলের একটি চতুর্থ শ্রেনীর ছাত্র বিদেশী কাপড় তৈরী একটি শার্ট পরে স্কুলে এসেছিল। যেই মাত্র তা অন্য ছাত্রদের নজরে পড়ল সেই মাত্রই তা পিছন দিক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। ..... এই রকম আরো একটা ঘটনার কথা বলছি। রিপন কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা হচ্ছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের মধ্যে বিদেশী কাগজে তৈরী উত্তর পত্র বিতরণ করেন, কিন্তু ছাত্ররা সে কাগজ স্পর্শও করল না। এত প্রবল ছিল তাদের মনোভাব যে তাকে উপেক্ষা করাও বিপজ্জনক বলে মনে হল। তাই দেশে প্রস্তুত কাগজের ব্যবস্থা করতে হল। তার - পরে যথারীতি পরীক্ষা চলতে থাকে।

"..... ছাত্রদের এই উৎসাহই ক্রমে জনসাধারণের মধ্যে পরিবর্তিত হয়ে তাদের মধ্যেও উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলল। এ রকমটি ইতিপূর্বে আর কখনও অনুভূত হয় নি। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ আমাদের গৃহাঙ্গনেও গিয়ে পৌঁছল। মহিলাদের হৃদয় তা জয় করে ফেলল। মহিলাদের মধ্যে উৎসাহের মাত্রা পুরুষের চেয়ে বেশী করে দেখা দিল। আমার একটি ছোট্ট নাতনীর কথা বলছি, বয়স তার মাত্র পাঁচ বছর। আমার এক আত্মীয় তাকে এক জোড়া জুতা কিনে দিয়েছিল। কিন্তু সে গ্রহণ করল না, কারণ জুতা ছিল বিদেশী। স্বদেশী, স্বদেশী, স্বদেশী, তার আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলল।

"আমার জীবনে আমি বিপ্লব দেখিনি। .... কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যার মধ্যে মনে হয় যেন আমি বিপ্লবী আন্দোলন দেখা দেওয়ার পূর্বে গণ চেতনার মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন ও প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয় তার কিছু ধারণা করতে পেরেছি। সে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর পরিস্থিতি। বৃদ্ধা যুবা ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত - অশিক্ষিত সকলেই সেই উত্তেজনায় খেলতে দুলতে লাগল, ছটফট করতে লাগল। এমন কি, যেন কি এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ল। কোন যুক্তি নেই, বিচার বিবেচনার বালাই নেই, কেবল মাত্র একটি প্রবল, শক্তিশালী আবেগ গোটা সমাজের হৃদয়কে আন্দোলিত করে চলল। জীবনের সবকিছুকেই যেন সেই আবেগের দিকে টেনে নিয়ে গেল। একজন খ্যাতনামা ডাক্তার তার এক ছোট্ট রোগিণীর কথা বললেন। মেয়েটির বয়স ৫ বছরের বেশী হবে না। 'স্বদেশী' আন্দোলনের জোয়ারের সময় রোগের ঘোরে প্রলাপের মধ্যে মেয়েটি চিৎকার করে বলল যে সে কোন বিদেশী ওষুধ খাবে না। ৩৬

শুধু তাই নয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সেই বিবাহে পৌরোহিত্য বন্ধ করে দিল যেখানে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। গোঁড়া পণ্ডিতের দল ঘোষণা করল বিদেশী চিনি বিদেশী নুন ভারতের হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে। বিদেশী চিনির প্রসাদ ঠাকুরের

ভোগে চলবে না। বাংলার সংবাদ পত্র বয়কট আন্দোলনকে প্রাণ দিয়ে সাড়া যোগাল। গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ল বয়কট আন্দোলন। মানুষের মুখে মুখে গান 'সেই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই'। তাই গ্রাম গঞ্জ শহরের প্রতিজ্ঞা " মায়ের নামে এই প্রতিজ্ঞা করবো ভাই, পরের জিনিস কিনবো না, যদি মায়ের ঘরের জিনিস পাই।" এই গানের সুরে যেন আগুন জ্বলে উঠল।

'নগরে নগরে জ্বালারে আগুন
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ
বিদেশী বানিজ্যে কর পদাঘাত
মায়ের দুর্দশা ঘুচারে ভাই।'

বয়কটের ফলে বিদেশী বানিজ্য আঘাত পেল। ১৯০৫ এর ১৬ ই অক্টোবর বাংলা বিভাগ হয়। সেই সময় আশ্বিন মাস। বাংলায় শারদীয়া উৎসবের ঢেউ থাকে। কিন্তু এবার মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা। সুতরাং বিদেশী বস্ত্র বন্ধ। স্টেটসম্যান পত্রিকা মফস্বল শহর গুলোর একটি চিত্র অঙ্কিত করেছিল যাতে দেখা যায় কি ভাবে বিদেশী বস্ত্রের চাহিদা কমেছে : –

জেলা	১৯০৪ এর সেপ্টেম্বর সালে ক্রীত দ্রব্য	১৯০৫ এর সেপ্টেম্বর ক্রীত দ্রব্য
যশোর	৩০, ০০০ টাকা	২, ০০০ টাকা
বগুড়া	১, ৭০০ ,,	২০০ ,,
ঢাকা	১, ০০০ ,,	২০০০ ,,
আরা	১, ০০০ ,,	২০০ ,,
হাজারীবাগ	১০, ০০০ ,,	০০০ ,,

জেলা	১৯০৪ এর সেপ্টেম্বর মাসে ক্রীত দ্রব্য	১৯০৫ এর সেপ্টেম্বর ক্রীত দ্রব্য
নদীয়া	১৫, ০০০ টাকা	২, ৫০০ টাকা
মালদহ	৪, ০০০ „	১, ৩০০ „
বর্ধমান	৬, ০০০ „	১, ০০০ „

স্টেটসম্যানের বর্ণনা অনুযায়ী কলকাতায় হাটখোলা, শোভাবাজার স্ট্রীট প্রভৃতি অঞ্চলে ১৯০৫ এর সেপ্টেম্বরে বিদেশী লবণের বিক্রী শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। কলুটোলা ও ক্যানিং স্ট্রীটের মারওয়াড়ী ও মুসলমান ব্যবসায়ীরা বলেছিলেন যে তাদের ব্রিটেনের সিগারেট ও তামাকের বিক্রী ভীষণ ভাবে কমে গিয়েছিল। জুতো বিক্রেতা ও বিদেশী বস্ত্র নির্মাণের দর্জিদেরও একই অনুভূতি ছিল। যারা গর্বে দোকানের সামনে লিখে রেখেছিল 'এইখানে বিদেশী দ্রব্য পাওয়া যায়', তারাও স্বদেশী বিক্রী করতে শুরু করে। বিদেশী আমদানী দ্রব্য যাতে তারতে না আসে তাই বনিকের দল টেলিগ্রাম মারফৎ বার্তা পাঠিয়ে মালের অর্ডার বাতিল করছিল। মারওয়ারী বনিকেরাই বিদেশী বস্ত্র আমদানী করত। অবস্থার পরিবর্তনে 'মারওয়ারী চেম্বারস অফ কমার্স' 'ম্যাঞ্চেস্টার চেম্বার্স অফ কমার্সকে' এক তার বার্তা পাঠিয়ে বলল :

We appeal to you to intervene and persuade the Secretary of State o for India to prevent the partition of Bengal which has created a great tension of feeling here. The Bengalees have resolved in numerous public meetings to boycott British goods. The sale of Manchester goods has been practically stopped. We shall be ruined and shall not be able to make future contacts unless the Secretary of State withdraws the partition and the Boycott cases. The matter is very urgent.

Unless the cause is removed in three or four days by countermanding the partition, goods for the puja will remain unsold and the 'Lucky Day' sales will become impossible. Pray help us".' ৩৮

এই অবস্থায় ইংরেজরা নিজেদের দ্রব্য জার্মানীতে তৈরী এই ভাবে বিক্রী করার চেষ্টা করেছিল। একটি ইউরোপীয়ান বানিজ্য প্রতিষ্ঠান টেলিগ্রাম বার্তায় বলছে — "Boycott result is disastrous. Boots are not a salable : the busy season has closed ; hosiery, hats and waist bungles are also affected. A distinction is being made between English and contenental goods. Japanese imports are doing very well at low prices. One firm has marked their English goods" Made in Germany" and succeeded in selling them".' ৩৯

এই অবস্থায় জাগল স্বদেশী শিল্প স্থাপনের ভাবনা। সুরেন্দ্র নাথের ভাষায়, " এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শিল্পেরও পুনরুজ্জীবন দেখা দিল। নিষ্ঠাবান কর্মীরা নতুন ভাবনা নিয়ে দেশীয় শিল্পের উন্নয়নের কাজে আত্ম - নিয়োগ করলেন। .... ' স্বদেশী' আন্দোলনের জমি প্রস্তুত হয়েই রয়েছিল এবং জনগণের মধ্যে যে রাজনৈতিক উদ্দীপনা জেগে উঠে তা স্বদেশী শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছিল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। ভাবের দিক থেকে স্বদেশী আন্দোলন ছিল আমাদের শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার আন্দোলন।

কোন আইন প্রনয়নের ক্ষমতা আমাদের ছিল না , সে ক্ষমতা ছিল অন্যের হাতে । সুতরাং আমাদের গৃহ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার চারদিকে শুল্ক প্রাচীর গড়ে তোলার প্রয়োজন হল । " 80

ভারতের স্বদেশী বানিজ্যকে ব্রিটেন বহুদিন হতে ধ্বংস করায় প্রবৃত্ত হয়েছিল । রমেশ চন্দ্র দত্ত তার চিত্র এঁকেছেন , "The British manufacturer..... employed the arm of poltical injustice to keep down and ultimately strangle a competition with whom he could not have contended on equal terms", millions of Indian artisans lost their earnings, the population of India lost one great source of their wealth. It is a painful episode in the history of British rule in India, but it is a story which has to be told to explain the economic condition of the Indian people, and their present helpless dependence on agriculture. The invention of the powerloom in Europe completed and decline of the Indian Industries ; & when in recent years the power-loom was set up in India, England once more acted towards India with unfair jealousy. An excise duty has been imposod on the production of cotton fabrics in Indian which disables the Indian manufacturer from competing with the manufacturer of Japan and China, and which stifles the new steam mills of India*." 81

সুতরাং জাতীয় চেতনার সাথে জাতীয় শিল্পও চাই । স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলল সেই শিল্প । বস্ত্র থেকে আরম্ভ করে প্রধান শিল্প গড়ার প্রচেষ্টা চলেছিল ।

বস্ত্র শিল্পে উল্লেখযোগ্য কারখানার নাম হলো বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস (শ্রীরামপুর ও কলকাতায় কারখানা ছিল) , স্বদেশী মিলস (বোম্বাই) , কৃষ্ণ মিলস লিঃ (রাজস্থান , অফিস কলকাতা) , পুনা সিল্কস (পুনা , অফিস কলকাতা) , বেঙ্গল সিল্কস (উল্টাডাঙ্গা , কলকাতা) আসাম ডেলি ট্রেডিং (তেজপুর , আসাম), গোকুল চন্দ্র বসাক (ঢাকা , মসলিন ও শাড়ী) , এম. এল. রক্ষিত (কলকাতা তাঁতের কাপড়) , বয়নাজী ব্রাদার্স (নদীয়া , মসলিন) , বটকৃষ্ণ মান এন্ড সন্স (মুর্শিদাবাদ) সিল্কবস্ত্র , বেঙ্গল হোসিয়ারী (কলকাতা) , পি. সি. বোস এবং কোং (কলকাতা) , ন্যাশনাল হোসিয়ারী (কলকাতা) , ক্যালকাটা হোসিয়ারী . স্বদেশী বস্ত্র প্রচারিণী সভা (বারানসী) ইত্যাদি । অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্যের কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম — পি. এম . বাগচী (কলকাতা , কালি , কেশতেল ইত্যাদি) , ইন্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (কলকাতা , কালি , কেশতেল) , এইচ. এম. নাগ এন্ড সেং (কেশতেল , পাউডার) , ঘোষ ব্রাদার্স (কলকাতা) , প্রসাধন দ্রব্য , এইচ বোস (কলকাতা, দেলখোস ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য) । সাবানের শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল – ওরিয়েন্ট সোপ ফ্যাক্টরী , বীনা সোপ ফ্যাক্টরী , দে ব্রাদার্স , ইষ্ট বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী ইত্যাদি । ঔষধ ও ভেষজ দ্রব্য – বেঙ্গল কেমিক্যাল , ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস । কাঁচের শিল্প – আপার ইন্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস , ওরিয়েন্ট গ্লাস ওয়ার্কস , ক্যালকাটা পটারি , পোর্সিলেনের দ্রব্য । জুতোর ও পালিশের কারখানাও গড়ে উঠল । এন. ডি. সরকার এ্যান্ড কোং (কলকাতা), এম. হোসেন এ্যন্ড সন্স (কলকাতা) , বেঙ্গল লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (কলকাতা) , এস. বোস. এ্যান্ড কোং , ইকুয়েপমেন্ট ফ্যাক্টরী (রাণীগঞ্জ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । দেশলাই এর কারখানার মধ্যে পূর্ণচন্দ্র বসু (হুগলী) , জ্ঞানেন্দ্র নাথ ঘোষ গঙ্গামাতা দেশলাই (কলকাতা) সিগারেটের কারখানার মধ্যে হিন্দুস্থান সিগারেট সেং (মাদ্রাজ) , গ্লোব সিগারেট কোং (কলকাতা) , স্বদেশী সিগারেট কোম্পানী (কলকাতা) উল্লেখযোগ্য । এছাড়াও বার্লি , বিস্কুট , আটা , দুধ ইত্যাদিরও স্বদেশী কারখানা গড়ে উঠেছিল ।

স্বদেশী ভাবনায় নিজেদের প্রচেষ্টায় কলকারখানা গড়ে তোলার মানসিকতা দেখা দেয় । এই ভাবনার মধ্যে দেশ প্রেমের তীব্রতা ছিল । ছিল দেশ গড়ার আহ্বান । কারণ ইংরেজ শাসনে শোষিত ভারতবাসীর পুঁজিতে গড়া দ্রব্য স্বদেশী বলে চিহ্নিত হতো । " ভারতীয় পুঁজির উদ্যোগে পরিচালিত অর্থনীতির বিকাশে উৎসাহ নিয়ে দেশী পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচার অর্থনীতিকে স্বদেশী বলা হত । উনিশ শতকের সাতের দশকে থেকে ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগে শিল্প-বাণিজ্য প্রসারের দাবি মুখর হতে থাকে । স্বদেশী চিন্তার সূত্রপাত এখান থেকে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় অর্থনৈতিক স্বদেশী চিন্তা রাজনৈতিক চিন্তায় রূপান্তরিত হয় । " ৪২

স্বদেশী যুগের ভাবনা প্রসার করাও ছিল এই স্বদেশী কোম্পানীগুলির লক্ষ্য । শুধুমাত্র তারা যে দ্রব্য বিক্রী করে লাভবান হবে এই উদ্দেশ্য তাদের ছিল না । এইচ বোস এন্ড কোং ছিল এ ধরণের এক প্রতিষ্ঠান । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্র নাথ দ্বিজেন্দ্র লাল , রজনীকান্ত , কালী প্রসন্নের গান হেমেন্দ্র মোহন বোস মোমের তৈরী চোঙা রেকর্ডে (ফনোগ্রাফের সিলিন ড্রিকাল রেকর্ড) ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে ছিলেন ।

" স্বদেশী গান প্রচার করে হেমেন্দ্র মোহনের মোমের রেকর্ডগুলি এ দেশে প্রথম মুদ্রন ব্যবস্থার আরেকটি জনপ্রিয় জনসংযোগ মাধ্যমকে প্রতিষ্ঠা করেছিল । .... অমৃতলাল বসুর ' সাবাস বাঙালী ' .... সামাজিক নকসায় স্বদেশী জিনিষের প্রচলনকে উৎসাহিত করে একটি গীত বাঁধা হয়েছিল —

" আমার এমন চিকন কেশে
মাখতে মানা মহাকেশর ।
বিলাতী তেলে চুল ভিজুলে
চোটে যান যে প্রাণেশ্বর ।

আমার গাল ধরে আদর কোরে
বলেন ডিয়ার বিনো,
কিনো না পিয়ার্স, পাউডার
ক্রিমেল, গসনেল, পিনো,
জানিস বিষ বলে বিদেশী জিনিস
ঘর থেকে তফাৎ কর ।।
সোহাগ করে বলে তোমার
থাকবে না আপশোস,
চুলে দেব কুন্তলীন, রুমালে দেলখোস,
হবে প্রাণ পরিতোষ, মেখে দিশী
বোসের এসেন্স মনোহর ।'

বেঙ্গল কেমিক্যাল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, প্রভৃতির পূর্ববর্তী "দিশী বোসে'র প্রয়াস সত্যিই অনন্য। সে শুধু দিশী পাগলের দলের দেখতে খারাপ, টিকবে কম, আর দামটা একটু বেশী, এমন জিনিস নিয়ে সাধ্য-বিহীন মহান সাধের স্বপ্ন চারণা নয়। দ্বারকা নাথ ঠাকুরের পর পার ফিউমার এইচ. বোসের রাসায়নিক কারখানাই উৎপাদন কারী হিসাবে বাঙালির প্রথম বড় আকারের ব্যবসা। (সি.কে. সেন, বটকৃষ্ণ পাল ও শিবপুর আয়রণ ওয়ার্কস ইত্যাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেও)।" ৪৩

স্বদেশী ব্যবসায়ীরাও ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ দিনে কি ভাবে সাড়া দিয়েছিল অমৃত বাজার পত্রিকায় (১০।১০।১৯০৫) বিজ্ঞাপন দেখে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে —

SIXTEENTH OCTOBER

All my Departments will remain closed on

Tuesday the 16th October

THE TALKING MACHINE HALL

Marble House, Dhurmotolla

KUNTALINE OFFICE

62 Bowbazar

THE BICYCLE OFFICE

65 - 1 Harrison Road

THE KUNTALINE PRESS

5, Shibnarayan Das Lane

H. Bose, Calcutta.

এই বিজ্ঞাপনের সাথে সাথে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি যে তাদের গভীর সমর্থন ছিল তাও প্রকাশ পেত।

এইচ বোসের বাড়ীতেই রবীন্দ্র নাথ গানের রেকর্ড করতে আসতেন। " মনে পড়ে শিব নারায়ণ দাস লেনে হেমেন্দ্র মোহনের বাসভবনে কবি যেদিন রেকর্ডে গান দিতে আসতেন, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মুখ থেকে সে সরু গলির দুধারে লোক দাঁড়িয়ে যেত। আর আমরা ছেলে বসু মহাশয়ের বাড়িতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। রেকর্ড নিখুঁত করার জন্য কখনো কখনো রবীন্দ্র নাথ যখন একটি গান দুবার গাইতেন তখন আমাদের সে অপ্রত্যাশিত আনন্দের সীমা থাকত না। ' বন্দেমাতরম ' গানও তিনি রেকর্ড দিয়েছিলেন। বড় দুঃখের কথা স্বদেশী যুগে রবীন্দ্র নাথের তেজদৃপ্ত কন্ঠের সে উদ্দীপ্ত সংগীতের রেকর্ড প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। " ৪৪

স্বদেশী আন্দোলনের ভাবনা পৌঁছানোতে এইচ. বোসের অবদান অনেক।
" ১৯০৫ এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ার আসার ঠিক পরেই বোসেস রেকর্ডস 'বন্দেমাতরম' গান সমেত মূলতঃ দেশাত্মবোধক গান প্রচার করেছে। ... তখন প্রকাশ্যে 'বন্দেমাতরম' শ্লোগান পুলিশের লাঠি ও কারাবাসের পুরস্কার লাভ করত। ... এই সব 'সিডিশাস' গান সে যুগে গ্রামোফোন কোম্পানী নিশ্চয়ই প্রচার করতে রাজী হতে পারে না। এমন কি তখন রবীন্দ্র নাথের নিজের গাওয়া স্বদেশী গানগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

"এই বহির্বাস্তবতাই সম্ভবত যন্ত্র কুশলী সংগীত রসিক হেমেন্দ্র মোহনকে স্বদেশী উদ্যোগ হিসাবে রেকর্ডের ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।"[৪]

স্বদেশী যুগের বিজ্ঞাপন ও আকর্ষিত করতো সকলকে। দ্রব্যের আগে 'স্বদেশী' শব্দ ব্যবহার করার প্রচলন তীব্র ছিল। যেমন 'স্বদেশী আলতা', 'স্বদেশী পাউডার', 'স্বদেশী কাপ প্লেট' বা 'স্বদেশী বিস্কুট', 'স্বদেশী সিগারেট' ইত্যাদি। শেষে 'স্বদেশী' শব্দের মধ্যেই দেশাত্মবোধ লুকিয়ে থাকত। স্বদেশী শিল্পের মধ্যেই মানুষ খুঁজে পেত দেশ প্রেম তৈরীর কারখানা। স্বদেশী শিল্প শুধু স্বদেশী দ্রব্যই উৎপন্ন করেনি, করেছে দেশ-ধর্মে উদ্দীপ্ত 'স্বদেশী মানুষ'। এখানেই স্বদেশী শিল্পের বড় কৃতিত্ব। স্বদেশী শিল্পের উদ্যোক্তারাও একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। স্বদেশী ঢেউ এক বৎসর পর স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। সরকারী অত্যাচার ছিল এর অন্যতম প্রধান কারণ। তবুও সেই বন্ধ কারখানাগুলির নাম আজও লোক দেশপ্রেমের কারখানা বলে মনে করে।

"Swadeshi completely outgrew the original conception of promoting Indian Industry. It assumed a new form based upon the literate connotation of the word Swadeshi, namely attachment to everything Indian. This development was undoubtedly the result of the newly awakened partition and nationalism".

৪৮

এই স্বদেশী জাগরণের ক্ষেত্রে দেশের নেতাদের অবদান ছিল বিশাল। কংগ্রেস তখন দিধা বিভক্ত। নরম পন্থী বা মডারেটদের সাথে চরম পন্থীদের বিরোধ প্রায় সর্বত্র। কিন্তু 'স্বদেশী' সম্পর্কে সকল নেতৃবৃন্দের ভাবনায় অপূর্ব সংহতি ছিল। তাই ১৯০৫ এর বারানসী অধিবেশনে 'স্বদেশী' সকলের সমর্থন পেয়েছিল। জাতীয় স্তরের নেতারা জনগণকে স্বদেশী ভাবনায় দীক্ষিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিপিন চন্দ্র বলছেন, "The accomplishments of the national leaders of this period are many... They made the people of India conscious of the bond of common economic interests and of the existence of a common enemy and thus helped to weld them in a common nationalism. They made the people conscious of their economically precarious and degraded position and the posibility of improvement. They gave a precise nationalist form to in coherent economic aspirations of the people and spread ideas of economic development". ৪৭

তাই স্বদেশী শিল্প উদ্যোগের সাথে ছিল আদর্শ ভাবনা। এই আদর্শ ভাবনা জন্ম গ্রহণ করেছিল সাহিত্য হতে। সেই সাহিত্য স্বদেশী যুগের। কোন কোন ক্ষেত্রে বা তার পূর্ববর্তী রচয়িতাদের। যাঁদের মানস স্বপ্ন ছিল দেশের স্বাধীনতা।

উপসংহার

স্বদেশী আন্দোলন এক ঐতিহাসিক ঘটনা। পরাধীন ভারতে দেশকে স্বাধীন করার আকাঙ্খায় বহু আন্দোলন ঘটেছে। আজকের পরিস্থিতিতে এই সব আন্দোলন ইতিহাসের বিষয় বস্তু রূপেই পরিচিত। স্বদেশী যুগে রচিত সাহিত্য কিন্তু আজও অমলিন। একটি যুগকে বিচার করা যায় তার সাহিত্য ভাবনা হতে। সেদিক দিয়ে ইতিহাস ও সাহিত্যের এক সম্পর্ক আছে। স্বদেশী আন্দোলন মানুষের সহজাত আন্দোলন।

এই আন্দোলনের কয়েকটি স্বরূপ আছে। এর মধ্যে আছে আদর্শ বোধ, আছে আদর্শ ভাবনায় বাস্তব মানুষ। এই মানুষই স্বদেশী আন্দোলন করেছে। বিপ্লবী হয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছে। আবার সাহিত্যিক হয়ে অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনা করেছে।

" মানুষ যখন সত্যকার একলা, ইতিহাস তাকে ছুঁতে পারে না। এক-মানুষের অস্তিত্ব আছে, ইতিহাস নেই। মানুষ সামাজিক হলে পরেই ইতিহাস হয়। সামাজিক মানুষও জীবনে যখন নিঃসঙ্গ তখন সে ইতিহাসের বাইরে। " ৪৮ স্বদেশী আন্দোলনে যেমন সামাজিক মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ ভূমিকার ইতিহাস রচনা করেছে তেমনই নিঃসঙ্গ বিপ্লবী কারাগারের প্রকোষ্ঠে এক চিলতে ফোকর দিয়ে নীল আকাশ দেখে মুক্তি বা স্বাধীনতার কথা ভেবে যে আদর্শ বোধ তৈরী করেছে তাও ইতিহাসে রূপান্তরিত হয়েছে।

জীবনের এক দার্শনিক দৃষ্টি কোন আছে। আছে সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গীও। " জীবন বস্তুটাই বাঁচে বিশেষকে নিয়ে, বিশিষ্টকে ঘিরে। আপনি জন্মস্থানটিকে ভালবাসেন। মা বললে বিশেষ মানুষটিকে মনে পড়ে, তবেই প্রাণ আনচান করে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ঠিকই বলেছেন : এই বস্তুই মায়া। কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বজ্ঞান শীতল, নীরবতা থেকে এই ছোট ঘাট ভালোবাসাগুলিই আপনার ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করে। রাগ অনুরাগের মধ্যে দিয়েই জীবন তৈরী হয়। কিন্তু এই জীবনের মধ্যেই জীবনকে ছড়িয়ে চলার একটা প্রেরণা থাকে ভালবাসা ছড়ায়। সেটাও ভালবাসারই ধর্ম। কিন্তু সেই ছড়িয়ে যাওয়াটুকু আমরা সন্তর্পনে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখি। কৃপনের মতো আপন ঘর হিসেব করি। এই কার্পন্যের মধ্যে জীবনের প্রতি গভীর আকর্ষণ কাজ করে। মনের সম্বন্ধ গুলি বিস্তার পেলে ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র আলগা হয়ে যায়। এই অতি বিস্তারই মৃত্যু। জীবন থেকে এটাই পরবর্তী অগ্রসর ধাপ। .... এই অন্তর্দৃষ্টি সাহিত্যের। " ৪৯

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিক উপাদানগুলি এই সত্যকে জানান দিয়েছে শুধু মাত্র একটি ঘটনা বা একটি যুদ্ধ বা কোন বিপ্লবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু

স্বদেশী যুগের সাহিত্য ছিল স্বতঃস্ফূর্ত । সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল জীবন বোধ । জীবন বোধ সৃষ্টি করেছিল সাহিত্য ।

পৃথিবীতে বহু যুগান্তকারী ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়েছে । বা সাহিত্যের প্রভাবে যুগান্তকারী ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে । ইউরোপীয় বিপ্লবের ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই দৃশ্য দেখা গেছে । ১৭৮৯ এর ফরাসী বিপ্লব বিশ্ব ইতিহাসের এব যুগান্তকারী ঘটনা । এই বিপ্লব পৃথিবীতে প্রচলিত অনেক ধ্যান ধারণার মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে । দনিস দিদরো , বুফোঁ, মঁতেস্কু , জঁ , জ্যাক , রুশো , কিংবা ভলতেয়্যার এর রাজনৈতিক চিন্তাধারা সাহিত্যে পরিণত হয়েছে । কিন্তু এই দার্শনিক সাহিত্য রচনা ফরাসী বিপ্লবের বহু আগের ঘটনা । এঁদের রচনা বিপ্লবের কারণ ছিল । একদিন ফরাসী বিপ্লবের প্রাককালে বা পরবর্তী কালে ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্য ফেরিওয়ালাদের মাধ্যমে আর জনতার সামনে পাঠের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল । ফরাসী বিপ্লবের গানের বই বেরিয়েছিল ১৭৯২ সালে নাম ' শঁসোনিয়ে পাত্রিয়ত ' কিংবা ' শঁসোনিয়ে দ লা মোন্তাই ' , প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯৩ এ । ফরাসী বিপ্লবের সময় প্রদেশে রাজনৈতিক গান রচনা ঢেউ বয়েছিল । ১৭৮০ তে ১১৬টি , ১৭৯০ এ ২৬১ , ১৭৯১ এ ৩০৮ টি , ১৭৯২ এ ৩২৫ টি , ১৭৯৩ এ ৫৯০ টি , ১৭৯৪ এ ৭০১ । সুরে বাধা এ সব পরিশীলিত বা অপরিশীলিত কবিতা কাগজে ছাপা হয়ে ও জনসভায় গীত হয়ে , বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে । " ৩৩

নাটকের ক্ষেত্রও ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তীতে জোয়ার আসে । যেমন লুভে দ বুভের ' শার্ল এ কারোলিন ' । প্রকাশ ১৭৯০ । পিগো লাব্রাঁর কয়েকটি নাটক এবং শিলভাঁয় মারেশালের ' ল্য জুজম দেরনিয়ে দেরোয়া ' প্রকাশিত হয় ১৭৯৩ এ । এমন কি ফেমিনিস্ট লেখিকা ওলাঁপ দ গুজ এর ' মিরাবো ও শঁজেলিজে প্রকাশিত হয় ১৭৯১ এ । প্রায় সব সাহিত্য রচনা বিপ্লবের পরবর্তী কালে । এমন কি গানের দিকে তাকালেও দিখতে পাব বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করে যে সকল গান রচনা হয়েছে তা বিপ্লো - ত্তর কালের । ১৭৮৯ এ গানের অস্তিত্ব নেই । বা খোঁজ পাওয়া যায় নি । অর্থাৎ

ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্য বিপ্লবের পরবর্তী যুগের । কিছু বা পূর্বর্তী কালের । কিন্তু বিপ্লবের সময়ের সাহিত্য নেই । হয়তো বা সাহিত্য রচনার উপযোগী ক্ষেত্র ছিল না । মিশেল কারিয়ের বলছেন , " বোধহয় সেই টালমাটাল সময় মহান সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত ছিল না । হয়ত সাহিত্য সৃষ্টির অবকাশ ছিল না , রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে মনন , মেধা পেয়েছিল তার যথেষ্ট খোরাক । বা এও সম্ভব যে সাহিত্য সৃষ্টি কাজের টেবিলের শান্ত পরিবেশ দাবী করে । যাই হোক ১৭৮৯ এর প্রতা জেনেরো থেকে ১৭৯৯ সালের নেপোলিয়ন বোনাপার্টি এর সামরিক ক্ষ্যা পর্যান্ত , নতুন ফ্রান্স প্রসবের চেষ্টায় এই দশ বছর ফরাসী দেশ কোনও উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেনি ।" ৫১

স্বদেশী সাহিত্যের গতি ছিল ধারাবাহিক । ইংরেজদের যত অত্যাচার বেড়েছে সাহিত্যের পরিধি তত বেড়েছে । জীবন কে মূল্যহীন ভেবে স্বদেশীর চিন্তায় বিভোর সাহিত্যিক দল একদিকে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন , সমাজকে পরিচালনা করেছেন অন্যদিকে সাহিত্য রচনা করেছেন । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচার বাংলায় লেখকদের স্তব্ধ করতে পারেনি ।

সব দেশেই সাহিত্য সৃষ্টি হয় । রাজনৈতিক উপাদান এর সাথে এসে মিলিত হয় । এবং সাহিত্য দেশ , সমাজ , অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রেরই বিবরণ তার প্রভাবে আসে । "The most striking feature of the literature....was its pre occupation with social and national problems in all their complexity, with social criticism and the impact of new ideas on human problems. There was little new in the concern of nineteenth century novelists and poets with social and national problems.....But the concern of literature with the predicaments of man in society was not greatly depended, became more widespread throughout the countries of Europe". ৫২

যে কোন দেশের সাহিত্য মানুষকে জাগায়। কিন্তু জাগরণ আত্মিক ও আন্তরিক না হলে মানুষের জাগরণ বুদবুদের মতো মিলিয়ে যায়। " অনেক সময় বাহিরের কোন ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া মানুষ ও জাতি জাগে – কিন্তু যদি সে জাগরণের উপকরণ শেষে নিজের মধ্যেই সে একান্ত করিয়া না পায় তবে তাহার জাগরণ কখনো স্থায়ী হয় না। কারণ বাহিরের তাগিদ, আঘাত তাহাকে বরাবর সজাগ রাখিতে পারে না, কর্মে প্রেরণা দিতে পারে না, তাগিদ আসা চাই ভিতর হইতে, অন্তরের মনিকোঠায় যে আত্ম দেবতা রহিয়াছেন সেইখান হইতে-তবেই তাহা স্বাভাবিক হয়, সত্য হয়, সুতরাং স্থায়ী হয়। " ৩৩

তাই বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন ছিল, " গোটা জাতির আন্দোলন — গণ আন্দোলন। তাই রবীন্দ্র নাথ হইতে আরম্ভ করিয়া পল্লীর অখ্যাত কবিও সার্থক রচনায় মাতৃ অর্ঘ সাজাইয়াছেন, মিথ্যা যশের জন্য নয় – অন্তর প্রেরণায়। যার যা শক্তি সবই যে দিতে হইবে এই মাতৃ পূজায়। " ৩৪

ভারতবর্ষ পরাধীন কালে বিভিন্ন আন্দোলনাত্মক ঘটনা ঘটেছে। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহ (প্রথম জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম), পরবর্তীতে নীল বিদ্রোহ, বিভিন্ন স্থানে কৃষক বিদ্রোহ, শ্রমিক বিদ্রোহ, গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২১ - ২২), আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০), ভারত ছাড় আন্দোলন (১৯৪২), নৌ বিদ্রোহ (১৯৪৬), নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন (১৯৪০ - ৪৫)। এই সব আন্দোলনকে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে কিছু সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের ব্যপ্তি ছিল বিশাল।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিভিন্ন উপন্যাস রচিত হয়েছে। মারাঠী ঔপন্যাসিক হরিনারায়ণ আপ্টে রচনা করলেন ' আজচ ' (আজই)। উপন্যাসের সূত্র ছিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ও ১৯০১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন থেকে শুরু হয়েছিল এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। উপন্যাসে প্রধান চারটি চরিত্রর আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল

কংগ্রেসের মত ও কর্ম পথ। গুজরাটী উপন্যাসিক গোবর্ধন রাম মাধব রাম ত্রিপাঠী উনবিংশ শতকের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নিয়ে রচনা করেছিলেন চার খণ্ডের 'সরস্বতী চন্দ্র' (১৮৮৭ - ১৯০১)। সিপাহী বিদ্রোহের চিত্র এতে অঙ্কিত হয়েছে। কানাড়া সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসিক শিবরাম করন্থের উপন্যাস 'ঔদার্য উরু লালনি' তে আছে বিয়াল্লিশের ভারত ছাড় আন্দোলনের ঢেউ। সমকালীন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বিশাল ক্যানভাসে কে.এম. মুন্সী রচনা করেছেন 'স্বপ্ন দ্রষ্টা' (১৯২৪ - ২৫)। সিন্ধী সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাসিক সেবক ভোজরাজের উপন্যাস 'আশীর্বাদ' (১৯৩২) এক রাজনৈতিক কর্মীর জীবনের উপর সাহিত্য রচনা করেছেন। বোধহয় লেখকের জীবনের কাহিনীই চিত্রিত। তামিল সাহিত্যে এস পানাই আম্পা চেট্টিয়ার 'কান্তিমতী' (১৯২৬) এবং কে.এস ভেঙ্কটরামনের 'দেশভক্ত কুন্দন'এ বিপ্লবী জীবনের চিত্র এসেছে। অসমীয়া সাহিত্যে লক্ষীনাথ বেজবড়ুয়ার 'পদুম কুয়ারী' (১৯০০), ও রজনী কান্ত বরদলোই এর 'দানদোয়া দ্রোহ' দুটি উপন্যাসের বিষয় বস্তু মায় মারিয়া বিদ্রোহ ও দানদোয়া বিদ্রোহ। মায় মারিয়া বিদ্রোহের উপর পদ্মনাথ গোহাঁই লিখেছিলেন 'ভানুমতী' (১৮৯১)। গুজরাটী সাহিত্যে মহিপৎরাম নীলকণ্ঠ লিখে- ছিলেন 'সধারা জেসাঙ' (১৮৮০), এবং 'বনরাজ চাওড়া' (১৮৮১)। দেশ প্রেম, দেশের প্রতি ঐক্য বোধ, দেশের প্রতি স্বাভিমান জাগানো ছিল লেখকের মনোভাবনা। অকালী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছিল, ভীরা সিং এর 'প্রেম নগর' (১৯০৪)। কিন্তু কোন আন্দোলন সম্পর্কে ধারাবাহিক বিশাল অনু- প্রেরণা মূলক সাহিত্য স্বদেশী যুগের সাহিত্যের মতো গড়ে উঠেনি।

ভারতীয় স্বাধীনতার প্রাণ পুরুষ ছিলেন গান্ধী। গান্ধীকে নিয়ে বহু উপন্যাস বা গ্রন্থ রচিত হয়েছে, গান্ধীবাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে। মারাঠা লোটো নিকায়ের 'দণ্ডপশাহী' (১৯২৬), শিবরামের 'বিষ প্রয়োগ' (১৯২৮), এক নাথ নিস্কাড়- কারের 'মহাত্মা গান্ধী শয়তান কি সাধু' (১৯৩০), কল্কির 'বিমলা' (১৯২৩), ত্যাগভূমি' (১৯৩১), তেলেগু সাহিত্যিক বিশ্বনাথ সত্য নারায়ণের 'বেই পদাবিলু' (১৯৩৫) উপন্যাস বা সাহিত্যে গান্ধী জীবন, গান্ধী চরিত্র,

গান্ধী আদর্শের প্রভাব পড়েছে । বাংলার কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' (১৯৪৬) , তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'মাটি' তে গান্ধীবাদের দর্শন এসেছে । তবে গান্ধীর জীবন প্রবাহের বা রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সব সাহিত্যের পরিধি দীর্ঘকালের । গান্ধীজীর যে কোন সত্যাগ্রহ বা আন্দোলনের উম্মাদনায় তাৎ - ক্ষণিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে বা ভারতের কোন রাজনৈতিক ঘটনাকে অবলম্বন করে বিশাল সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্যিকেরা ঝাঁপ দিয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সাহিত্যের মতো এ জিনিষ ঘটেনি ।

১৯৪২ এর ঘটনার প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে সিন্ধী উপন্যাসিক ওলি সদার - গ্রানীর 'ইতিহাস' (১৯৪২) , তামিল লেখক কল্কি র 'দেসেমালৈ ইড়াওয়াসি' (১৯৪২) , মারাঠা উপন্যাসিক এস. বি. শাস্ত্রীর 'অমাবস্যা' (১৯৪২) , এন.এস . কাড়কের 'শকুন্তলা' (১৯৪৩) , বিয়াল্লিশের পটভূমিতে রচিত হলেও এর বিষয় ছিল জন জাগরণ ও সমাজ পরিবর্তন । ১৯০৫ এর স্বদেশী ভাবনার মতো জীবন প্রভাবী সাহিত্য আর কোন আন্দোলনে দেখা দেয় নি ।

এই স্বদেশী আন্দোলনে " জাতীয় আন্দোলনের কর্মী ও আন্দোলনের চারণ হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছেন । কোথাও বিপ্লবীদের এক পা আগে আসিয়া সাহিত্যিকেরা জেলে পথ দেখাইতেছেন , আবার কোথাও বা বিপ্লবীদের জীবন দানের তপস্যা , দেশ - জননীকে ভালবাসায় শ্রেষ্ঠ মূল্য দানের মহিমা — সাহিত্যিক কে প্রেরণা দিতেছে , বিপ্লবীদের জীবন সাহিত্য সৃষ্টির উপাদান হইয়া উঠিতেছে । কল্পনাকে হার মানাইয়া চলিয়াছে বাস্তব ঘটনা । বাংলার বিপ্লবীদের অভূতোভয় প্রতিমাদের চরণ ছন্দে — সাহিত্যের শতদল ফুটিতে লাগিল । তাই না কবি বলেন : 'দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া ।'

" পরবর্তীকালে এমন টি হয় নাই । ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মাজীর আবির্ভাব এবং তাঁহার আন্দোলন - শুধু ভারতে নয় — সমগ্র বিশ্বের সম্মুখে এক মহান গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন । মহাত্মাজী স্বয়ং তাঁহার আদর্শ ও নীতির জীবন্ত বিগ্রহ । এ ছাড়াও তাঁহার কর্ম ও আদর্শের দর্শন তিনি দান করিয়াছেন , তাঁহার অগ্র

কবির অংশ উহাতে কতটুকু ? অমন যে বাংলা সাহিত্য তাহারও মধ্যে বিরাট অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক সংগ্রাম পদ্ধতি লইয়া সাহিত্য সৃষ্টির তেমন প্রয়াস নাই। স্বদেশী ও বিপ্লব আন্দোলনে বাংলার সাহিত্য - সৃষ্টিতে সাহিত্যের যে চিরন্তন আবেদন দেখি, ছোট বড় অসংখ্য কবি ও সাহিত্যিকের মর্মস্পর্শ লক্ষ্য করি পরবর্তী কালে তেমন দেখি না।" ০৫

বরং বঙ্গভঙ্গের ও স্বদেশী বিপ্লববাদের প্রেরণায় ভারতের অন্যত্র সাহিত্য গড়ে উঠেছে। কে. নারায়ণ কুরুক্কুল এর মালয়ালম উপন্যাস 'উদয় ভানু' (১৯০৫ - ০৯) 'পরশুরম' (১৯০৭)। এই উপন্যাস লেখাও বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন কালে। দেশীয় রাজ্যের রাজনীতির চিত্র এতে সুন্দর ভাবে প্রকাশিত। মারাঠী উপন্যাসিক মাধব যোশীর উপন্যাস 'নলিনী' (১৯২০) উপন্যাসের উদ্দীপনা ও প্রেরণা ছিল বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন। উনড লক্ষীনারায়ণের তেলেগু উপন্যাস 'মালপল্লী' (১৯২২) তে আছে বঙ্গভঙ্গ জনিত স্বদেশী যুবকদের চরম পন্থী কার্যকলাপের বিবরণ। মালপল্লী' উন্নত নারায়ণ জেলে বসেই লিখেছিলেন। তাঁর 'সর্ব বিজয়ম' ও হরিজনদের উপর শতাব্দী ব্যাপী অত্যাচারের অবসান ঘটাবার ইতিহাস। মারাঠা উপন্যাসিক এস. ভি. কেটকার তাঁর 'পরাগনদা' (রাজনৈতিক পলাতক) (১৯২৬), ও 'অশাবাদী' (১৯২৭) উপন্যাসে স্বদেশী আন্দোলন জনিত পটভূমি হতে উদ্ভূত বিপ্লববাদের সুর ধ্বনিত করেছিলেন। এই সব লেখক যাঁরা বঙ্গভঙ্গ স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদ হতে প্রেরণা পেয়েছিলেন তাঁরা সকলেই কোন না কোন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে জেলে গেছেন। এঁদের সাহিত্য ও জীবন দুটো পরস্পরের পরিপূরক ছিল। যা অন্যত্র দেখা যায় নি।

স্বদেশী যুগের সাহিত্য প্রতিফলিত হয়েছিল জাতির আত্মার বাণী। স্বদেশী ও বিপ্লব ভাবনা গোটা জাতির মর্মস্থলকে অধিকার করেছিল। কবি বা সাহিত্যিক এমন কেউ নেই প্রাণ প্রবাহী স্রোতধারাতে অবগাহন না করে থাকতে পারেন নি।

এই খানেই স্বদেশী সাহিত্যের সার্বজনীতা । অন্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচিত হলেও মানুষের জীবন বোধ রচিত হয় নি । স্বদেশী আন্দোলন মানুষের জীবন বোধ রচনা করেছিল তেমনি জীবনের আদর্শ বোধ হতে সাহিত্য রচিত হয়েছিল ।

রমেশ চন্দ্র মজুমদার মন্তব্য করেছেন "The fight which began on that day never ceased until the British sheathed their sword and granted freedom to India on 15 August, 1947. The history of forty two years centred round the two folds aspects of Swadeshi movement - Boycott and Swadeshi - is one form and another......The beging of the Swadeshi movement marked the end of Pax - Britanaica".[৫৬]

কারণ স্বদেশ অনুপ্রাণিতও হয়েছিল স্বদেশী সাহিত্যে । সাহিত্যের অনুপ্রেরণা সার্বজনীন ও চিরন্তন । এই প্রেরণায় প্রস্ফুটিত হয় স্বাধীনতার স্বর্ণ কমল, প্রথমে হৃদ সরোবরে , পরে জাতীয় সরোবরে । এখানেই সাহিত্যের সার্থকতা ।

• • • •

নবম অধ্যায়

উপসংহার

১। সাহিত্য - রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর , দশম খন্ড , প: সরকার , পৃ : ৪১০

২। পূর্বোক্ত , পৃ : ০১৪

৩। Stanley, Wolport, Morley and India 1906-10 California 1967. P - 39.

৪। History of Freedom Movement Vol I1 P - 23.

৫। পূর্বোক্ত , পৃ : ১০০

৬। বাংলার বিপ্লববাদ - নলিনী কিশোর গুহ , পৃ : ১১

৭। পূর্বোক্ত , পৃ : ২৮

৮। পূর্বোক্ত , পৃ : ২৬

৯। সমকালের বাংলা গান , পৃ : ০২

১০। A Nation in Making P - 215.

১১। ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব - রক্ষিত , পৃ : ২৯

১২। বাংলার বিপ্লববাদ - পৃ : ২০ - ২৪

১৩। কান্ত কবি রজনী কান্ত - নলিনী রঞ্জন পন্ডিত , পৃ : ৭৩ - ৭৪

১৪। বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ৩২ - ৩৩

১৫। পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৩ - ৩৪

১৬ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৪২

১৭ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৬

১৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৩৮

১৯ । The Swadeshi Movement is Bengal P - 293.

২০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৯৩

২১ । Bengalee , 30 March 1907.

২২ । রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর - সঙ্গীত চিন্তা, পৃ : ২৪৩

২৩ । ' দ্বিজেন্দ্র লাল ' - দেবকুমার রায় চৌধুরী , পৃ : ৩৯৯

২৪ । কান্ত কবি রজনী কান্ত - নলিনী রঞ্জন পন্ডিত , পৃ : ৩৯

২৫ । বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ৪৩

২৬ । নির্বাসিত সাহিত্য - (১ম) পৃ : ১১

২৭ । বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ৬৯

২৮ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৭২

২৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৭৩

৩০ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৭৩

৩১ । সুরের গুরু রবীন্দ্র নাথ – কালিদাস নাগ , পৃ : ৩৮

৩২ । ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরম পন্থী পর্ব , পৃ : ১৩৩ - ৩১

৩৩ । History of Freedom Movement (II) P - 11

৩৪ । A Nation is Making P - 197.

৩৫ । History of Freedom Movement P 15-16.

৩৬ । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা , পৃ : ২৩৫ - ২৩৬

৩৭ । History of Freedom Movement P - 55.

৩৮ । Mukherjees Magazine quoted is B. Majumder in his book P - 61-62.

৩৯ । History of Freedom Movement (II) P - 57

৪০ । রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্র নাথের স্মৃতি কথা , পৃ : ২০৭ - ২০৮

৪১ । Economic History of India R. Dutta P - VII

৪২ । ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ – সরল চট্টোপাধ্যায় , পৃ : ১০৭

৪৩ । কারিগরী কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ – সিদ্ধার্থ ঘোষ , পৃ : ৮৯

৪৪ । অমল হোম - রবীন্দ্র সংগীত স্মৃতি কথা (এক - দুই - তিন) ১৩৬৫ , পৃ : ৮৯

৪৫ । কারিগরী কল্পনা ও বাঙালী উদ্যোগ , পৃ : ২০৭

৪৬ । Histry of Freedom Movement P - 36.

৪৭ । The Rise and growth of Economic Nationalism in India P.758.

৪৮ । ইতিহাস ও সাহিত্য – অশীন দাশগুপ্ত , পৃ : ১৮

৪৯ । পূর্বোক্ত , পৃ : ৬০

৫০ । বিপ্লবের সাহিত্য , মিশেল কারিয়ার , দেশ (১৩।৭।৮৯) পৃ : ১১৬

৫১ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২১৫

৫২ । Europe Since Nepoleon, David Thomson P 449-50

৫৩ । বাংলার বিপ্লববাদ , পৃ : ২৫

৫৪ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৫

৫৫ । পূর্বোক্ত , পৃ : ২৯

৫৬ । History of Freedom Movement Page - 38.